ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১১৫২
আগরতলা, ১৬ আগস্ট, ২০১৯

আগরতলা প্রেসক্লাবের ৩৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের আবাসনের জন্য জমির ব্যবস্থা করা হচ্ছে

আগরতলা প্রেসক্লাবের ৩৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতি সম্মিলনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। গতকাল সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত প্রীতি সম্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, বড়জলায় সাংবাদিকদের আবাসনের জন্য যে জায়গাটিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল তা সাংবাদিকরা যেভাবে চাইছিলেন তারা যাতে সেভাবে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া আগরতলা প্রেসক্লাবের জন্য শীঘ্রই ২২টি এসি প্রদান করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

তিনি বলেন, শারদোৎসবের আগে রাজ্যবাসীকে কিছু উপহার দেওয়ার রীতি এই সরকারের রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে লোকাল ট্রেন পরিষেবা নেই। কিন্তু সরকার ইচ্ছে করলে কত সহজে মানুষের জন্য কিছু করা যায় তার একটি দৃষ্টান্ত মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সাথে গত রবিবার তার টেলিফোনিক কথোপকথনের সময় তিনি রাজ্যে ট্রেন পরিষেবার নানাবিধ সমস্যার পাশাপাশি লোকাল ট্রেন চালুর দাবি করেন। সেই দাবি অনুসারে অতিদ্রুত কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এক লিখিত চিঠিতে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আগরতলা-বিলোনীয়া ও সাব্রুমের মধ্যে তিনজোড়া ডেমো লোকাল ট্রেন এবং ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত একজোড়া লোকাল ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছেন তা শুধু মুখে নয় কাজেও করে দেখাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে চক্ষু এবং শিশুদের জন্য আলাদা কোনও হাসপাতাল নেই। তাই পুরোনো জেলখানার পাশে যেখানে আই টি হাব গড়ে উঠবে সেখানে আলাদাভাবে চক্ষু এবং শিশু হাসপাতালও গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি এলাকার বিশিষ্টজনদের দাবি মতো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত একটি মিউজিয়ামও নির্মাণ করা হবে।

তিনি বলেন, মহিলাদের উপর সমস্ত অপরাধ বন্ধ হয়ে গেছে এমনটা দাবি করা ঠিক হবে না। কিন্তু এটা বলতে পারি এ রাজ্যে এখন মহিলাদের উপর অপরাধ ১০ শতাংশ কমে গেছে। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, তা আরও কমিয়ে আনা যাবে এবং এর জন্য সময় লাগবে। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি সংস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করুক। জনগণের জন্য কাজ করে যাওয়াটাই হচ্ছে আমাদের দায়বদ্ধতা।

প্রেসক্লাবে প্রীতি সম্মিলনী অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী এন সি দেববর্মা, মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব প্রমুখ। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুবল কুমার দে। স্বাগত ভাষণ দেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার। প্রেস ক্লাবের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সাংবাদিকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। পরে রাজ্যের এবং কলকাতা ও বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

*****